গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ এসে পুরুষ যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে মহিলা বোঝাই বাসগুলো থানায় নিয়ে যায়। আতঙ্ক। চাপা উত্তেজনা। উত্তরার লায়লা হক পুলিশের উদ্দেশ্যে বললো, ঘরে আমার ছোট্ট শিশু বুকের দুধ খায়। আমার তো দোষ নেই। ছেড়ে দিন। জবাবে ধাক্কা দিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে দিল। তিন মাসের বাচ্চা পেটে নুসরাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। বসবে কোথায়? হাজতে দাঁড়াবার জায়গা নেই। শত শত। সহস্রাধিক। টয়লেট নেই। পানি নেই। দুর্গন্ধ। অসহ্য গরম। বমি ছড়ানো ছিটানো। এ অবস্থায় মানুষ থাকেনা। তবুও থাকতে হচ্ছে। এদের অপরাধ কি ? কেই বলেনি। অভিযোগ কি? কোন জবাব নেই। তারপরও এরা গ্রেফতার। বন্দি। এমনি অমানবিক। আইন নেই। নিয়ম নেই। রীতি নেই। শালীনতা পর্যন্ত নেই। মধ্যযুগীয় বর্বরতা। একটি ভবন ঘেরাও কর্মসূচীতে গোটা রাজধানী অবরুদ্ধ। গাড়ী সার্চ করা হলো। পথিকদের থমকে দেয়া হয়েছে। জনগণ পারত পক্ষে ঘরের বাইরে যায়নি। ভয়ে। শংকায়। কেউ বনানীতে যাবেনা। যেতে পারবেনা। যাবে যুবরাজ। যাবে শুধু আমত্য-পরিষদ। সাঙ্গপাঙ্গ। চারদিকে রক্তঝরুক। আর্তনাদে বাতাস ভারি হোক। দুধের শিশুরা মায়ের দুধ না পাক। স্কুল কলেজ বন্ধ থাক। কারাগারে মায়েরা বিলাপ করুক। দুধের অভাবে দিন রাত শিশুরা কাঁদুক, তাতে কী আসে যায়। যুবরাজদের আনন্দ চলবে। উৎসব থামবেনা। উল্লাস বন্ধ হবে না। টিভির পর্দায় চকমকা রঙে উজ্জ্বল পোশাকে বোঝাতে চাইবে 'কিছুই হয়নি।' কিছুই হয়নি তবে ৫ আইনে হাজার হাজার গ্রেফতার কেন? টিয়ার গ্যাসের বিষাক্ত ধোয়া কেন ? শত শত আহত কেন ? কেন এত বেদনার্ত আহাজারী? নারীদের উপর দুঃসহ নির্যাতন? এ অবস্থায় ব্যাট হাতে পোজ দেয়ার মধ্যে বাহাদুরি নেই, আছে নিম্ন মানসিকতা, মানসিক বিকৃতি!

মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে অসহায়, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন, রাজনৈতিকভাবে ধিকৃত তখন নিজেকে লুকানোর নানান ফন্দি ফিকিরের আশ্রয় নেয়। নিজেকে স্বাভাবিক দেখাতে চায়। ঠিক যেন সিনেমার ভিলেনের মতো। ঝকঝকে। তকতকে। নিজেকে প্রর্দশনীর বস্তুতে পরিণত করে। চটকদারী, জৌলুস আর চাকচিক্যে নিজের সঙ্গে নিজেই প্রতারণা করে। ফান, কৌতুক বা সার্কাসের জোকারের মত সবকিছুকেই সহজ করে বলতে চায়। দেখাতে চায়। আত্মদীনতা, হীনমন্যতার বহিঃপ্রকাশ এভাবেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মানুষ ঠিকই বোঝে। উচিত ছিলো হাওয়া ভবনের উপর মানুষের এত আক্রোশ কেন তার কারণ বের করা, সত্য প্রকাশ করা, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, ভুল শুধরে নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। তাহলেই তো বড় হওয়ার, বড় মাপের মানুষ হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। তা না করে জনগণের প্রতিবাদকে অবজ্ঞা করা, উপেক্ষা করা, উপহাস করার মধ্যে কৃতিত্ব নেই বরং নিজেকে নিজেই ছোট করা। ক্ষমতার ধাপটে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করার মাধ্যমে সাময়িকভাবে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু তার পরিণাম হয় ইতিহাস নির্ধারিত নির্মমতা। হাওয়া ভবনের কথা এতদিন ছিল হাওয়ায় হাওয়ায়। এবার দাঁড়ালো জনতার মুখোমুখি। দুর্নীতি, দুঃশাসনের প্রতিকীরূপে নয়, মূর্তিমানতায়। জনগণের মুখোমুখি দাঁড়ানো, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলে ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে যায় তাদের করুণ পরিণতি!

# দু'পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গতিতীব্র রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস-এর পরোক্ষ ধমক খেয়ে জামায়াত যেন আরো তেজী হয়েছে। তিনি বলেছেন 'বাংলাভাই ও উগ্র মৌলবাদিরা একে একে সবাইকে খুন করবে।' গেল বছরের প্রথমে জামায়াত প্রধান মতিউর রহমান নিজামী জোর দিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশে কোন উগ্র জংগীবাদি গ্রুপ নেই। এটা বিরোধীদল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অপপ্রচার এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যেই এ অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ বছরের গোড়ার দিকে তার বক্তব্যের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। জামায়াতের পক্ষ হতে বলা হলো, উগ্রজংগীবাদিরা থাকতে পারে, তবে তারা জামাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু ঘটনা তার উল্টো। দেশের বিভিন্ন জায়গায় জামায়াত জংগীদের তৎপরতা বেড়েছে। বগুড়ায় বিপুল গোলাবারুদ সম্পর্কিত বিষয়ে যে তারা জড়িত সম্প্রতি চার্জশীটে তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের কৃষকফ্রন্টের এক নগণ্য কর্মী এই বিপুল গোলাবারুদ পাচারের সংগে জড়িত বলে প্রচার করা হয়েছিলো। কিন্তু স্থানীয় অনুসন্ধানে কৃষকলীগ কর্মীটি মুখ্য নয় বরং মুখ্য ভূমিকায় ছিলো স্থানীয় জামায়াত নেতা। বেসরকারী টিভি চ্যানেলে এ সঠিক সংবাদ প্রচারিত হলে সরকার ত্বরিৎগতিতে জামায়াতের প্রোটেকশনে এগিয়ে আসে। পুলিশ ঘেরাও করে দুটি বেসরকারী টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান। সত্যি প্রচার স্তব্ধ হলো রাজকীয় রক্তচক্ষুর কাছে। কিন্তু সত্যকে বেশিদিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না।

২. পাবনা জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির চলতি মাসিক সভায় প্রকাশ্য আলোচনা হয়েছে ক্ষমতাসীন জোট বিশেষ করে জামায়াত নেতাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে চরমপন্থীরা পাবনাতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, জামায়াত-শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা রগকাটা, পা-কাটা, গলা কাটা, মস্তক বিচ্ছিন্ন করার মতো জঘণ্য অপরাধমূলক কর্মকান্ডের পরস্পর সাথী ও সহযোগী। এ কাজে নিজেদের আড়াল করার জন্য রিক্সাচালক, ভ্যানচালক, অশিক্ষিত তাগড়া যুবকদের অর্থ ও অস্ত্রের লোভে তাদের দলে টানছে। ভারপ্রাপ্ত দারোগারা প্রকাশ্য না বললেও আকারে ইংগিতে বিবেকের তাড়নায় সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপস্থিতিতেই তার নির্বাচনী এলাকা সাঁথিয়া থানার ওসি মোঃ সাদেকুল ইসলাম বলেন, জেলার গ্রামাঞ্চলগুলো এখন সন্ত্রাসীদের দখলে। পাবনায় দুই হাজার টাকা হলে যে কোন মানুষকে খুন করা যায়। কারণ ভ্যানচালকদের অধিকাংশই চরমপন্থী। এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, ক্ষমতাসীন দলের নেতা জনপ্রতিনিধিরা তাদের আশ্রয় ও সহায়তা করছেন। আটঘড়িয়া থানার ওসি

উপরোক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেন। অন্য ৮টি থানার ওসিও আইন শৃংখলার ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ওসিরা বলেন, জেলার গ্রামাঞ্চলগুলো এখন সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। সাঁথিয়ার ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭টি ইউনিয়নই চরমপন্থীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। সভায় উপস্থিত সব থানার ওসি একযোগে আইন-শৃংখলা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আরও বলেন, চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের বাড়িতে দিনে দুপুরে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতারা বিশেষ করে জনৈক জামায়াত এমপি পুত্র দলবল সহ দাওয়াত খান। চরমপন্থী সন্ত্রাসী দলের পাবনা জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুত্র সন্তানের খাতনার উপলক্ষে জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিএনপি ক্ষমতাসীন দলের সভাপতি, উপজেলার জামায়াত এমপির পুত্র এ বিষয়ে তৎকালীন সময়ের পাবনা জেলা সুপার জনাব আমির উদ্দিন পাবনা সদর থানায় একটি জিডি করেন পরবর্তীতে ঐ শীর্ষ সন্ত্রাসী নেতাকে গ্রেফতার হয়। ঐ এমপিকে তিনদিনের মধ্যে পাবনা ছেড়ে চলে আসতে হয়। কোন চরমপন্থী ধরা পড়লে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা তাদের ছেড়ে দিতে তদবির করেন। পাবনার জেলা প্রশাসক একেএম জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এতসব কথার পরেও নিজামীর নীরবতা সকলকে বিস্মিত করেছে। দিনে দিনে থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়ছে যে জামায়াত শিবির ক্যাডাররাই এখন এসব এলাকায় চরমপন্থী নামে চালাচ্ছে। মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় চলছে প্রশিক্ষণ।

৩. দেশের অন্য প্রান্তের ঘটনা। চট্টগ্রামে দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার দেলোয়ার হোসেন ৮ খুন মামলার চার্জশীটভুক্ত আসামী। ছদ্মনাম ব্যবহার করে ঘুরে বেড়ায়। বেনামে পাসপোর্ট বানিয়েছে। কয়েকবার বিদেশে গমনাগমন। সদ্য বিএনপিতে যোগ দেয় জামায়াত শীর্ষ সন্ত্রাসী আহমেদুল হক। জামায়াত-শিবির কমান্ডার নির্দেশে তাকে হত্যা করতে হবে। ১৬ই জুলাই (২০০৪) শুক্রবার রাতে শীর্ষ সন্ত্রাসী দেলোয়ারকে পুলিশ ও র‍্যাব যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করে। ২০০১ সালের ২ অক্টোবর। শিবিরের আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ তার সঙ্গে উক্ত দেলোয়ার সহ একটি একে ৫৬-রাইফেল, একটি কাটা রাইফেলসহ বন্দুকযুদ্ধের পর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। দেলোয়ার আট খুন হত্যা মামলার আসামী। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তাকে সেভাবে পুলিশ গ্রেফতার দেখায়নি। ভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয়। এটা ছিলো সরকারী চাপে পুলিশের প্রকাশ্য জালিয়াতি। গত বছরের ২৮ জানুয়ারি জামিন নিয়ে জেল থেকে সদর্পে বেরিয়ে আসে দেলোয়ার। বেরিয়ে দেলোয়ার সরাসরি বিদেশে চলে যায়। ফয়সল আহমেদ নাম ধারণ করে। বিদেশে তার ওপেনহার্ট সার্জারি হয়েছে। কয়েকমাস আগে সে চট্টগ্রামে ফিরে আসে। এরপর আবারও শুরু করে চাঁদাবাজি, অপহরণসহ নানা অপকর্ম। মূলত সে কারান্তরীণ শীর্ষ শিবির ক্যাডার নাসিরের চট্টগ্রাম শহরের 'আজরাইল বাহিনী' পরিচালনা করে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বড় লুট ও চাঁদাবাজির ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে এক সময়ের 'আজরাইল বাহিনীর'



বর্তমান প্রধান দেলোয়ার। দেলোয়ার ২০০২ সালের ১২ জুলাই সংঘটিত আট খুন ঘটনায় কিলিং স্কোয়াড মামলারও আসামী।

৪. ইসলামী ছাত্র শিবির, হিজবুত তাহেরীর, নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি, মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল ঘরানার উগ্রমৌলবাদী সংগঠনগুলো এখন প্রায় প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের তীর্থকেন্দ্র, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমন্ডিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পোসে। তারা জারি করছে নানা ফতোয়া, ফরমান। ড. হুমায়ূন আজাদকে হত্যাচেষ্টা মামলার কিছুই হয়নি। আসামী চিহ্নিত হয়নি। ধরা পড়েনি। জাতির মেধাবী, প্রিয় শিক্ষকদের দিচ্ছে মৃত্যুদন্ডাদেশের ঘোষণা! সর্বশেষ এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন খ্যাতনামা শিক্ষককে খতমের ফতোয়া দিয়েছে।৭৫ সনের পর থেকেই জামায়াতের টার্গেট এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে ডিসেম্বর ২য় সপ্তাহে আলবদর আলসামস্ নামের জামায়াতী জল্লাদ বাহিনী হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মুনির চৌধুরী মতো স্বনামধন্য শিক্ষকসহ বেশ কিছু লেখক-বুদ্ধিজীবিকে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ধরেই ইসলামী ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসের আশপাশে বাসাবাড়ি, কোচিং সেন্টার খুলতে থাকে। ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা, সহায়ক পাঠক্রম, শিবির গাইড প্রকাশনা করে। মেডিকেল কলেজে শিবির গাইড প্রায় প্রত্যেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে হাতে। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের গাইনী বিভাগের জনৈক শিক্ষিকা ডাঃ সুরাইয়া বেগম নিয়মিত ডিউটি আওয়ার থেকে বিরত রেখে বাধ্যতামূলক তার অধীনে কর্মরত ডাক্তার ও ছাত্রদের তালিমদেন। তিনি ঘন্টা খানেক জামায়াতি বইপত্র, মওদুদীবাদ সম্পর্কে জ্ঞানদান ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তার অধীনে ডিউটি পর্যন্ত বাতিল পূর্বক এক ঘন্টার ছবক গ্রহণ বাধ্যতামূলক। যারা তালিম নেন তাদের নানাভাবে গিফ্‌ট, ভুরিভোজন, উপঢৌকন ইত্যাদি দ্বারা প্রলোভিত করা হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতার সময় এদের কর্মকান্ড ছিল অপ্রকাশ্য। জোট সরকার ক্ষমতায় এলে শিবির ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যেই কার্যক্রম শুরু করে। মিছিল মিটিং ছাড়া সবাই তারা করে যাচ্ছে ক্যাম্পাসে। দল গঠনের স্বার্থে বিএনপি-র ঘাড়ে তারা পা রেখেছে। তারা প্রশাসনকে প্রভাবিত করছে। সরাসরি জামায়াতের কতিপয় শিক্ষককে বিভিন্ন হলের প্রভোস্টের দায়িত্বে বসায়। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদেও তারা অবস্থান সুদৃঢ় করছে। তাদের মূলতত্ত্ব হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি জামায়াত জংগীদের শক্ত আস্তানা গড়ে তোলা যায়, তাহলে তারা 'পাওয়ার ফাইটে' নামতে পারবে। সেই মিশন নিয়েই তারা এগুচ্ছে।

শিবিরের পাশাপাশি আর কিছু মৌলবাদী সংগঠন ক্যাম্পাসে বিশেষ তৎপরতা চালাচ্ছে। ক্যাম্পাসে সেমিনারসহ মৌলবাদী সংগঠন হিজবুত তাহেরীর বিভিন্ন কর্মকান্ড দৃশ্যমান। সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু শিক্ষক এবং বেশ কিছু শিবির ছাত্র। দু শিক্ষকের মধ্যে একজন গোলাম মওলা এবং অন্যজন আইবিএর

প্রভাষক মহিউদ্দিন। মহিউদ্দিন আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মৌলবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত বলে প্রকাশ। সম্প্রতি নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি ও মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল নামে দুটি মৌলবাদী সংগঠনের প্রকাশ্য আবির্ভাবে অনেকেই শংকিত।

এসব মৌলবাদী গোষ্ঠীর টার্গেট প্রগতিশীল শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি লেখক। হত্যা মিশনে তারা মাঠে নামছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলা থেকে বাসায় ফেরার পথে মৌলবাদীরা প্রথাবিরোধী লেখক ড. হুমায়ুন আজাদকে হত্যার জন্য চাপাতি দিয়ে হামলা চালায়। কোন রকমে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আন্দোলন শুরু করলে উগ্র মৌলবাদীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আআসম আরেফিন সিদ্দিককে বার বার হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে। পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিউটের চারজন এবং চারুকলা ইনস্টিউটের একজন শিক্ষককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু এসব ঘটনার রেশ শেষ হতে না হতেই নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি ও মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল নামের দুটি মৌলবাদী সংগঠন ড. হুমায়ুন আজাদ, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং অধ্যাপক এম এম আকাশকে খতমের ফতোয়া জারি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুটি সংগঠনের ঢাকা মহানগর কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে প্রকাশ্য সভা করে এই তিন শিক্ষকের মৃত্যুদন্ডাদেশ চূড়ান্ত করেছে। প্রশ্ন হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের মতো জায়গায় কিভাবে এই দুটি সংগঠন এ ধরনের সভা করল ? এ সম্পর্কে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনোরকম 'রা' নেই। ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও কি জামায়াত শিবিরদের দখলে চলে যাচ্ছে ? বিএনপির পৃষ্টপোষকতা ও সরকারের অংশীদারিত্বের সুযোগ এভাবে অব্যাহত থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগ কেন, ছাত্রদলকেও তারা ঝেটিয়ে বের করে দেবার শক্তি অর্জন করবে অচিরেই। চারদিকে বিভিন্ন মেস, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাঁটাবন মসজিদ এবং মসজিদ কমপ্লেক্সে বিভিন্ন সমিতি, সংস্থা ও বইয়ের দোকানের মাধ্যমে তারা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে।

৫. সম্প্রতি বরগুনা সদর উপজেলা শিয়ালিয়া গ্রামের একটি মসজিদে জঙ্গী প্রশিক্ষণ চলে। তবলীগ জামাতের বেশে ৩২ জনের একদল তালেবান ও বাংলা ভাইয়ের অনুসারী তারা। শিয়ালিয়া গ্রামের আহমদ মাস্টারের বাড়ি। সেখানে মসজিদ। তারা ধর্ম প্রচারের নামে মসজিদে অবস্থান করে। কিন্তু পাশাপাশি কারাতসহ নানাবিধ জঙ্গী প্রশিক্ষণে অংশ নেয়।

বরগুনা পুলিশ লাইন মসজিদের ইমাম মাওলানা অলিউল্লাহ তবলীগের কথা বলে ওই টিমকে সহায়তা করার জন্য খাজুরতলা মসজিদের ইমাম মাওলানা তোফাজ্জেল



হোসেনকে পাঠালে জঙ্গীরা তাকেও তাদের দলভুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার তাগিদ দেয়। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। জঙ্গীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে জিম্মি করে। গভীর রাতে তিনি মসজিদের জানালা দিয়ে পালিয়ে আসে এবং পার্শ্ববর্তী পরীখাল বাজারের ব্যবসায়ীদের এসব তথ্য জানায়। তারা জঙ্গীসহ মসজিদ ঘেরাও করে। থানাকে অবহিত করে। ঘটনার সত্যতা পেয়ে পুলিশ ৩২ জঙ্গীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তাদের কাছ থেকে সাগর উপকূলীয় এলাকার মানচিত্র, বিন লাদেনের ছবিসংবলিত বই, জঙ্গী প্রশিক্ষণের কলাকৌশল, বাংলা ভাইয়ের লিফলেট, তার সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ফটোকপি, পত্রিকা, একে ৪৭ অস্ত্র চালনার ধারণাপত্র, মাওলানা মাসউদ আল আজহার সম্পাদিত মুসলমানদের গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি, সমর পদ্ধতি, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল আজাহার সম্পাদিত জিহাদ সন্ত্রাস নয় এবং এসো কাফেলাবদ্ধ হই সহ বেশ কিছু পুস্তক উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের আলাদা কোড নম্বর রয়েছে। মসজিদে অবস্থানকালে তারা নাম ব্যবহার না করে কোড নামে একে অপরকে ডাকতো। উগ্র মৌলবাদীদের এ প্রশিক্ষণে ইমামের ছেলে মোস্তাফা হাসান জড়িত। আটককৃত জঙ্গীদের মধ্যে রয়েছে বরগুনা আলিয়া মাদ্রাসার দু'জন, নলীচরকগাছিয়া মাদ্রাসার তিনজন, বরগুনা সরকারী কলেজের অনার্সের তিনজন, অন্যরা পাথরঘাটা ও মঠবাড়িয়া উপজেলার বাসিন্দা। এদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বিভিন্ন মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্র নিয়মিত দু'তিনটি হোন্ডায় করে মসজিদে এসেও জঙ্গী প্রশিক্ষণ তালিম দিতো। বরগুনা সদর উপজেলার সাগর উপকূলের শিয়ালিয়া গ্রামটি একটি দুর্গম এলাকা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

জাতীয় অস্তিত্ব বিনাশী এসব জংগীবাদি জাতিদ্রোহী শত্রুরা কখনো সামনে আসছে। আসছে শক্তি পরখ করতে। আবার পিছিয়ে যাচ্ছে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি-পর্ব চল্‌ছে।